আহ ! কি আনন্দ আকাশে বাতাসে !!!

নন্দিনী হোসেন

২৬ ডিসেম্বর ২০০৬

(বাংলাদেশে এমন কোন দল নেই যাদের আমি সমর্থন করতে পারি মনে প্রাণে। এমন কোন রাজনীতিবিদ নেই যাকে দেখে মনে হতে পারে, নাহ ! এই একখান মানুষ বটে ! আমি আ'মীলীগকে কখনই প্রকৃত প্রগতিশীল দল বলে বিশ্বাস করিনা। করিনা, আ'লীগের নানা কার্য্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করে মনকে চোখ ঠারতে পারিনা বলে। অন্ধ ভক্তি ব্যাপারটাই আমার মধ্যে নেই। তাছাড়া বিনা প্রশ্নে অন্ধ আনুগত্য আমার কাছে বরাবর অতি নিম্নমানের আনুগত্য প্রকাশের একটা ধরণ বলে মনে হয়। এরা আখেরে কারোরই আসলে ভালো করে না । তাও এবার মনে মনে ক্ষীণ একটা আশা পোষণ করেছিলাম, যে যেহেতু বামদল গুলো এবার তাদের সাথে জোটবদ্ধ হয়েছে বেশ শক্ত পোক্ত ভাবেই, সেহেতু অস্তমিত প্রগতিশীল ধারাটি পুর্ণজ্জীবিত হলেও হতে পারে। হায় ! সে আশা কি অদ্ভুত ভাবে মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেল। মহাজোটে এরশাদের যোগদান নিয়ে যে নগ্ন উল্লাস এবং লম্পঝম্প দেখলাম তা দেখে বার বারই মনে হয়েছে - নব্বই এর আন্দোলনে যারা আত্মাহুতি দিয়েছিলেন, সেই নূর হোসেন, বাসুনিয়া, ডঃ মিলন দের জীবনের কি করুন অপচয় ! কি অপমানজনক পরিণতি ! 'লজ্জা' বলে একটা শব্দ যে বাংলা অভিধানে আছে তাও নিশ্চয় লজ্জায় কুকড়ে মুকড়ে গেছে । বেচারা 'লজ্জার' জন্য আমার মায়াই হচ্ছে ! বাংলাদেশের টিভি চ্যানেল গুলো দেখতে পাওয়ার সুবাদে এই সব দৃশ্য দেখে একটাই কথা মাথায় এসেছে, হয়ত যে কোন দিন টিভি পর্দায় এমনি করে দেখতে পাবো মহাজোটে জামাত বিএনপি ও গিয়ে যোগ দিয়েছে ! তা হলেই এক্কেবারে বিশ কলা পুর্ণ হয়ে যাবে।

অবশেষে সব দলের নেতা পাতি নেতা মিলে মিশে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, পাতি মন্ত্রী , ক্ষুদে মন্ত্রী, আম মন্ত্রী, জাম মন্ত্রী, বাশ মন্ত্রী, ঘাস মন্ত্রী ইত্যাদি বানিয়ে সারা দেশটাকে সব দলের মন্ত্রী দিয়ে ভরে ফেলবে। ভাগ বাটোয়ারা করে হালুয়া মাংস খাবে। আর দেশের গন্ডমুখ্য জনগণ ঢুলু ঢুলু নয়নে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে, আল্লা বিল্লা করবে, তসবী টিপবে এবং মহা আনন্দে, সুখে শান্তিতে গলাগলি করে বসবাস করিতে থাকিবে অনন্তকাল ধরে ! আহা কি মজার সুখ শান্তির নহর ধারা পুর্ণ একটা দেশ পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত হবে ! যার কোন তুলনাই খুজে পাওয়া যাবে না । এখন বুঝতে পারছি কবি কি সত্যদ্রষ্টাই না ছিলেন । তাই তো সেই কবেই গেয়ে গেছেন ' এমন দেশটি কোথাও খুজে পাবে নাকো তুমি....' !)

শুক্র বার বিকেল থেকে রবিবার সন্ধা পর্যন্ত অর্থাৎ উইকএন্ড টুকু বাইরে কাটিয়ে বাসায় ফিরে অন্য সব কাজ কর্ম সেরে রাতে ইন্টারনেট খুলে ই- ফোরাম গুলোতে ঢু মারতেই দেখি এমন এক খানা জব্বর খবর আমার জন্য অপেক্ষা করছে যার কোন তুলনাই নেই ! বাহ! এমন খবরের জন্যই তো এযাবতকাল আমরা কতিপয় গন্ড মুর্খ্যের দল অপেক্ষা করছিলাম। কলিজাটা এক নিমিষে ঠান্ডা মেরে বরফ শীতল হয়ে গেল। উপরের যে ব্র্যাকেটবন্ধি লেখা ওটা টিভির পর্দার খবরে মহাজোটে এরশাদের যোগদান দৃশ্য দেখে লিখেছিলাম। যদিও লেখাটি শেষ না করেই চলে গিয়েছিলাম বাইরে, ভেবেছিলাম এসে লেখাটা শেষ করব। কিন্তু ফেরার পর যে খবর পেলাম তা দেখে, শুনে, পড়ে, আমি এবং আমি জানি এবং বিশ্বাস করি

আমার মতো আরও অনেকেই ‘ অল্প শোকে কাতর, এবং অধিক শোকে পাথর ’ কথাটির আক্ষরিক প্রয়োগ কি ধরনের হতে পারে তা বুঝেছেন সেদিন। আমার আগের একটি লেখায় অনেকটা সবিস্তারে লিখেছিলাম কেন আমি আ’লীগকে প্রকৃত ধর্ম নিরেপেক্ষ প্রগতিশীল দল মনে না করা সত্ত্বেও একটা আশার আলো দেখেছিলাম ! বাম দল গুলোর ভোট না থাকতে পারে তবু তাদের খানিকটা প্রভাবেও যদি এবার আ’লীগকে প্রকৃত গনতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ,ধর্মনিরেপেক্ষ ধারায় সামান্যতমও ধরে রাখতে সক্ষম হয় - ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করার আইন পাশ করা যায় এবং যোদ্ধাপোরাধীদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো সম্ভব হয় তাহলে, আমরা পুরোনো পাপ থেকে খানিকটা হলেও মুক্তি পাবো। জাতি হিসেবে ভারমুক্ত হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ আমাদের জন্য অনেকটাই সুগম হতে পারে তখন।

হায়রে আশা ! কোথায় ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ হওয়ার আশা পোষণ করা, আর কোথায় মোল্লাদের হাতে ফতোয়ার অধিকার দেওয়া নিয়ে চুক্তি হতে দেখা ! খেলাফত মজলিশের সাথে আ’লীগের পাঁচ দফা চুক্তি সম্পাদন করা মানে দেশকে অন্ধকার যুগে ফিরিয়ে নেওয়া । ‘মেয়েমানুষ’দের কথায় কথায় তালাক দেবে পুংগবেরা । হিল্লা বিয়ের হল্লা ছুটবে গ্রামে গ্রামে। ‘মেয়েমানুষেরা’ গুহার ভিতর বন্ধি জীবন কাটাবে অতঃপর। ‘সোয়ামীর’ খেদমত খাটবে অষ্টপ্রহর । ‘মেয়েমানুষের’ জীবন তাতে ধন্য হবে। আহ ! এত সুখ রাখি কোথায় ?

ইউনুস সাহেবের গ্রামীন ব্যাঙ্কে লালবাত্তি জ্বলবে তখন নিঃসন্দেহে। ক্ষান্ত দিলাম এখানেই। এত ফিরিস্তি আর দিতে পারবো না। খুশীর ছুটে আমার মাথা ঘুরছে। এত খুশী রাখার জায়গা পাচ্ছি না ! ধন্যবাদ জলিল সাহেব এবং বিবি শাইখা হাসিনা ! আমরা বুঝে গেছি কোথায় চলেছে ‘অদ্ভুত এক উটের পিঠে’ সওয়ার হয়েছে আমাদের এই দেশ। ‘কোথাও খুজে না পাওয়ার দেশ, বাংলাদেশ । মারহাবা ! মারহাবা !! মারহাবা !!!